তারিখ 10 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

প্রথম আলো

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

শিক্ষার্থীদের বেতন ৩০ শতাংশের বেশি বাড়ানো যাবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। কোনোভাবেই এর বেশি বাড়ানো যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়েই শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন বাড়াতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করেছে। বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের জন্য এই পরিপত্র জারি করা হয়। তবে পরিপত্রে উল্লেখ না থাকায় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবছরই বেতন বাড়ানোর সুযোগ নিতে পারে বলে আশঙ্কা অভিভাবকদের।

পরিপত্রে বলা হয়, এই প্রক্রিয়ায় শুধু ঘাটতিসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ঘাটতি মেটানোর জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ভর্তি ফি ও টিউশন ফি বৃদ্ধির মাধ্যমে সংগ্রহের প্রস্তাব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশসহ অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক তা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে জমা দেবেন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এই প্রস্তাব পরীক্ষা করে তা যথাযথ প্রতীয়মান হলে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (শিক্ষা) কাছে উপস্থাপন করবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮

শিক্ষার্থীদের বেতন

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুমোদন করলে প্রতিষ্ঠান ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে। তবে ভর্তি নীতিমালায় বর্ণিত সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফির অতিরিক্ত আদায় করা যাবে না।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাতে ইচ্ছেমতো বেতন বাড়াতে না পারে, সে জন্যই এটি করা হয়েছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল করার পর অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কথা বলে শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন বিভিন্ন হারে বাড়ায়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান শতভাগ পর্যন্ত বেতন বাড়ায়। এ নিয়ে অভিভাবকেরা আন্দোলনে নামলে ওই বর্ধিত বেতন ফি বন্ধের নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এখন একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করে দিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরিপত্রে বলা হয়, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২০১৫ সালের নতুন পে-স্কেল প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি এমপিওভুক্ত, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিওবিহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অস্বাভাবিক বেতন ও টিউশন ফি বৃদ্ধি করে যাচ্ছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পরিপত্রে আরও বলা হয়, একজন নন-এমপিও শিক্ষকের বেতনের মোট পরিমাণ কোনোভাবেই সম-স্কেলের একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বেতনের চেয়ে বেশি হবে না। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সরকারি বেতন-ভাতার অংশের বাইরে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বাড়তি ভাতা দিতে ইচ্ছুক হলে তার পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যেন তা কোনোভাবেই একই স্কেলভুক্ত সরকারি শিক্ষকের মোট বেতনের চেয়ে বেশি না হয়।

পরিপত্রে আরও বলা হয়, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা জনবলকাঠামো অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোনো শ্রেণি শাখা বাড়ানো যাবে না। শ্রেণি শাখার অনুমোদন না থাকলে শিক্ষক-কর্মচারীর নিয়োগ বৈধ হবে না। অনুমোদন ছাড়া নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো বেতন বা ফি আদায় করা যাবে না।

শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা জনবলকাঠামোতে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতেও বলা হয় পরিপত্রে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠানে ঘাটতি অনেক বেশি। এখন সভা করে তাঁরা এ বিষয়ে তাঁদের করণীয় ঠিক করবেন।

এ বিষয়ে রাজধানীর মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আবুল বাসার আশঙ্কা করে *প্রথম আলোকে* বলেন, পরিপত্রে উল্লেখ না থাকায় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবছরই বেতন বাড়ানোর সুযোগ নেবে। এ জন্য পরিপত্রে বলে দেওয়া উচিত ছিল, প্রতিবছর তা বাড়ানো যাবে না।